দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17/10/78 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 6 ...

263

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৮৫

স্কুলের অর্থ আত্মসাতের দায়ে সাবেক চেয়ারম্যান অভিযুক্ত

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

সাতক্ষীরা, ১৪ই অক্টোবর।— তালা থানার পুলিশ এই থানাধীন কুমিরা গালর্স হাইস্কুলের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মোতালেবকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জনাব মোতালেব এই স্কুলে চেয়ারম্যান থাকাকালীন প্রায় ৩৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে পুলিশসূত্রে অভিযোগ করা হয়েছে।

সম্প্রতি থানা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এই স্কুলের নয়া চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেয়ার পর এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন হয়।

পরে মহকুমা প্রশাসকের নির্দেশে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আব্দুল হাফিজ বিষয়টার তদন্ত শুরু করেন। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত আব্দুল মোতালেব সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সই জালসহ বিভিন্নভাবে সর্বমোট ৩৫ হাজার ৭শ ২৩ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া, অভিযুক্ত আব্দুল মোতালেব উক্ত স্কুলের নামে ভাউচার দেখিয়ে স্কুলের নামে কেনা দরজা রড, সিমেন্ট ইত্যাদি তার নিজ বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহার করেছেন বলে ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখিত রিপোর্ট পেশ করেন। এরআগে স্কুলের যাবতীয় কাগজ পত্র সিজ করা হয়।

বাংলাদেশ পেনাল কোডের ৪০৬ ধারা এবং ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট অনুযায়ী এব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বছরের ৯ মাস পরেও নওগাঁয় শিশুদের পাঠ্য বই সংকট!

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

নওগাঁ, ১৪ই অক্টোবর।—দীর্ঘ ৯ মাস অতিবাহিত হবার পরেও নওগাঁয় শিশু-কিশোররা তাদের পাঠ্যপুস্তক হাতে পায়নি। বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হতে মাত্র দু মাস বাকি। পাঠ্যপুস্তক পাবার আশায় প্রতিদিন তারা সকাল বিকাল দোকানে দোকানে ঘুরছে।

জানা গেছে, নওগাঁ মহকুমায় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত দোকানগুলো তাদের নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লোটার আশায় বোর্ডের বই চাকা থেকে নিয়ে আসবার পথে অধিক মূল্যে অন্যত্র বিক্রি করে দেন। আর যে অল্প সংখ্যক বই তারা কৃপা করে নওগাঁয় নিয়ে আসেন তার চাহিদা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

এ কারণে প্রাথমিক স্তরের শিশু-কিশোররা তাদের পাঠ্য পুস্তক পাচ্ছে না। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বইয়ের দোকানে বই কিনতে গেলে তাদের অনেক তালবাহনা শুনতে হয়। কোন কোন সময় বইয়ের কোটা আসেনি বা বই নাই বলে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ফিরিয়ে দেন।

অপর দিকে বেশী দাম দিলে তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় বইটি আবার পাওয়া যায়। প্রাথমিক স্তরের প্রথম ভাগ 'আমার বইয়ের' প্রকৃত মূল্য ১ টাকা ২৩ পয়সা লিখা থাকলেও এই বইটির চাহিদা সবচাইতে বেশী থাকায় ব্যবসায়ীরা নিঃসংকোচে ১ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ২ টাকা দাম নিয়ে থাকেন। মূল্য বেশী নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ব্যাখ্যা হল, বইয়ের সরবরাহ কম। তাছাড়া যাতায়াত খরচ বেশী হওয়ায় বইয়ের দাম বেড়ে গেছে।

পাঠ্যপুস্তকের এ হেন ঘাপলাবাজির ফলে নওগাঁ মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকার শিশু-কিশোররা দীর্ঘ ৯ মাস অতিবাহিত হবার পরেও আজ পর্যন্ত তাদের হাতে এ বছরের নতুন বই এসে পৌঁছায়নি। আর মাত্র দেড় থেকে দু মাস পর বিদ্যালয় সমূহে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবার কথা।